কলা স্নাতকোত্তর অন্ত্য-সেমেস্টার পরীক্ষা, ২০২৩

(প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেমেস্টার)

বাংলা

কোর্স : পি.জি.-২.৫৫এ

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০

নীচের যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রশ্নগুলি সমমানের।

১। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক চিঠিতে (১২ এপ্রিল, ১৯৩১) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হোলো তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল।'' এই 'লজ্জা' এবং 'দুঃখ' পাওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়? সংশ্লিষ্ট চিঠির সূত্রে এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

অথবা

২। 'ধর্ম' এবং 'মানুষের ধর্ম' দুই বইতেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের উপর ভর অটুট রেখেছেন, কিন্তু তার কেন্দ্র ঈষৎ বদলে গিয়েছে। তোমার পঠিত রচনাংশ ব্যবহার করে এই বদলের ধরনটি বুঝিয়ে দাও।

৩। এক খ্রিস্ট-জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস''। কোন প্রেক্ষিতে তাঁকে এমন পঙ্‌ক্তি লিখতে হল তা জানিয়ে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, বুঝিয়ে দাও।

অথবা

৪। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক-ভাবনার মূলে আছে 'লক্ষ্য' আর 'উপায়'-এর দ্বন্দ্ব। এ কথার সঙ্গে কি তুমি সহমত হবে? তোমার মতামত বুঝিয়ে লেখো।

৫। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটির গুরুত্ব আলোচনা করে এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ে তোমার মত জানাও।

৬। সমবায় ভাবনা ও তার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে পল্লিগ্রামের 'আত্মনির্ভরতায় অনভ্যস্ত' মানুষদের আত্মপ্রত্যয় গড়ে তুলেছিলেন পাঠ্য প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করো।

অথবা

৭। ''ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে।'' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পশ্চিম'কে কেন আপনার করে নিতে চেয়েছিলেন আলোচনা করো।